ইত্তেফাক Misc

তারিখ 17 APR 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দেশের প্রথম ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের মধ্য দিয়া এদেশের ক্রীড়াঙ্গনের ক্ষেত্রে এক নূতন পর্যায়ের সূচনা হইল। সাভারের জিরানীতে একশত একর জমির উপর স্থাপিত এই ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্পন্ন হইলে উহা হইবে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সর্ববৃহৎ ও আধুনিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান। ৬০ জন ক্যাডেট লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হইয়াছে। বাংলাদেশ ক্রীড়া ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছাইয়া রহিয়াছে। খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে উহা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও অগোছালো। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলিবল, টেনিস ইত্যাদি খেলায় মাঝে মাঝে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ লইয়াছে বটে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অনেক ক্ষেত্রেই এক দুঃখজনক ফল লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছে। দৌড়, ঝাঁপ, সাঁতার ইত্যাদিতেও বাংলাদেশ এখনও এতটুকু কৃতিত্বের ছাপ রাখিতে পারে নাই। একমাত্র দাবায় নিয়াজ মোরশেদ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে দেশের কিছু পরিচিতি বহন করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই সাফল্যও ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই ফসল। হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে ফেডারেশন কিংবা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে কিছু সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন মাত্র। —ইহা দ্বারা আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের ক্রীড়াঙ্গন কতখানি আলোকিত হইবে? আমাদের খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রশিক্ষণের এবং তীব্র অভিনিবেশের। এই দিকটি সমসময় আমাদের নজর এড়াইয়া গিয়াছে। আমরা দেশের বাহিরে যখন আমাদের ক্রীড়া দল পাঠাইয়াছি তখন প্রত্যেক সময়ই একটা আকাশকুসুম কল্পনা করিয়া বসিয়াছি। প্রত্যাশা করিয়াছি অত্যন্ত সম্মানজনক একটা ফলের। কিন্তু এজন্য যাহা প্রয়োজন তাহা তো আমরা খেলোয়াড়দের দেওয়ার কথা ভাবি নাই কখনও। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের দৈহিক যোগ্যতা আছে, মেধা আছে, দক্ষতাও আছে কিন্তু যাহা নাই তাহা হইল প্রয়োজনীয় সুযোগ, পর্যাপ্ত অনুশীলন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের টেম্পারামেন্ট গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এজন্য খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাকে বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না, দেখিতে হইবে আমরা জাতীয়ভাবে কতখানি উদ্যোগী হইয়াছি সেই বিষয়টি। আমরা আশা করি, সদ্যজাত এই ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আমাদের এই অভাব পূরণ করিবে, আমাদের প্রত্যাশাকে সফল করিবে। এজন্য বিদেশী প্রশিক্ষক দরকার—দরকার অনুশীলনের। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রতিটি জাতীয় মানের খেলোয়াড়ই বাংলাদেশের পতাকাবাহী। তাঁহারা যদি প্রদত্ত প্রশিক্ষণকে যথাযথ ব্যবহার না করেন কিংবা বিদেশে এমন আচরণ করেন যাহা আমাদের দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে তাহা হইলে যত উন্নত ও আধুনিক ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই থাকুক না কেন—যত ভালো বিদেশী প্রশিক্ষকই আনা হউক না কেন, কোন লাভ হইবে না। এ ব্যাপারে খেলোয়াড়দের দায়িত্বও কোন অংশে কম নয়। তবে আমরা আশা করি, এই ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করিল।